কলকাতার উচ্চ আদালতে

সাংবিধানিক রিট এখতিয়ার

<u>আবেদনকারী পক্ষে</u>

বর্তমান:

মাননীয় বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী

এবং

মাননীয় বিচারপতি গৌরাঙ্গ কাঁন্থ্

ডাব্লু পি সি টি ২০১৬ সালের ১৬৩ নম্বর

সঙ্গে

২০১৯ সালের আই এ নং সি এ এন ২ (২০১৯ সালের পুরানো নং সি এ এন ৮৮৭৬)

স্বপন কুমার মন্ডল

বনাম

ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যান্য

আবেদনকারীর জন্যঃ শ্রী সরজিত সেন, আইনজিবি ।

জনাব মৃণাল কান্তি সরদার, আইনজিবি ।

উত্তরদাতাদের জন্য: শ্রী নীলাঞ্জন ভট্টাচার্য, আইনজিব।

মিসেস রশ্মি বোথরা, আইনজিবি ।

শুনানি শেষ হয় ঃ ১৫ই ডিসেম্বর, ২০২৩

উপর রায় ঃ ২২শে ডিসেম্বর, ২০২৩।

বিচারপতি , গৌরাঙ্গ কণ্ঠ

১. বর্তমান রিট পিটিশনে আবেদনকারী আদেশটিকে চ্যালেঞ্জ করছেন কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত ৩০.০৩.২০১৬ তারিখে, ও এ নং ৩৩৬/২০১১ এবং ও এ নং-এ কলকাতা বেঞ্চ ("বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল") ২০১০/২০১০ স্বপন কুমার মন্ডল বনাম উ ও আই এবং অন্যরা হিসাবে শিরোনাম। ("বিতর্কিত রায়ে ")। মিথ্যা রায়, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল উভয় পক্ষের মূল আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল এখানে আবেদনকারী ।

২. বর্তমান রিট পিটিশনের দিকে পরিচালিত সংক্ষিপ্ত তথ্যগুলি নিম্নরূপ:

৩. আবেদনকারীকে রেলওয়ে সুরক্ষায় কনস্টেবল হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল ফোর্স, সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে, নাগপুরে বেতন স্কেলে টাকা ৮২৫-১২০০ (৪র্থ বেতন কমিশন) যা সময়ের সাথে সাথে ৩০৫০-৪৫৯০ টাকা (৫ম বেতন কমিশন)।

৪. ইতিমধ্যে, নিশ্চিত কেরিয়ার প্রগ্রেশন স্কিম ("এ সি পি স্কিম") চালু করা হয়েছিল ০৯.০৮.১৯৯৯ তারিখে। এটি হল দরখাস্তকারী যে তিনি প্রথম আর্থিক উন্নতির জন্য অধিকারী ছিলেন এসিপি স্কিম ১০.০৩.২০০২ থেকে। যাইহোক, এই ধরনের কোন আপগ্রেড সেই সময়ে তাকে দেওয়া হয়েছিল।

৫. পিটিশনকারীকে আদেশের ভিত্তিতে চিকিৎসাগতভাবে বিভক্ত হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল ২৪.০২.২০০৫ তারিখে এবং গিদনীতে জুনিয়র ক্লার্ক হিসাবে পোস্ট করা হয়েছিল বৈদ্যুতিক বিভাগ।

৬. উত্তরদাতারা পোস্টিং অর্ডার নং ই ই এ ডব্লু এ /১৩২ তারিখ জারি করেছে৷ ১১.০৭.২০০৫ যাতে এটি নির্দেশিত হয় যে পিটিশনার বেতন স্কেলের জন্য এনটাইটেলড হবেন ৩২০০-৪৯০০ টাকা এর সংশোধিত অবস্থানে নিম্নপদস্থ কেরানি। যাইহোক, পরবর্তীতে ২৯.০৮.২০০৫ তারিখে, উত্তরদাতারা ২৯.০৮.২০০৫ তারিখে বিভাগীয় আদেশ নং ৩৩০/২০০৫ জারি করেছে, যেখানে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছিল যে যেহেতু আবেদনকারী প্রথম এসিপি পাননি বেতন স্কেলে সুবিধা ৩২০০-৪৯০০ টাকা , পিটিশনারের বেতন স্কেল ইন জুনিয়র ক্লার্কের পদ হিসাবে থাকবে ৩০৫০-৪৫৯০ টাকা। উত্তরদাতারা এছাড়াও ২৯.০৮.২০০৫ তারিখে একটি সংশোধিত পোস্টিং আদেশ জারি করে, পরিবর্তন করে ১১.০৭.২০০৫ তারিখের আগের পোস্টিং অর্ডারের, যেখানে এটি ছিল ইঙ্গিত করেছেন যে আবেদনকারী তার আগের বেতন স্কেলের অধিকারী হবেন জুনিয়র ক্লার্কের সংশোধিত পদে ৩০৫০-৪৫৯০ টাকা ।

৭. পিটিশনারের বেতন উন্নীত করা হয়েছে৷ গ্রেড পে সহ ৫২০০-২০২০০ টাকা ১৯০০/- ০১.০১.২০০৬ থেকে ৬ তম সিপিসি বাস্তবায়নের সাথে।

৮. আবেদনকারীকে ১২.০৬.২০০৯ এর মধ্যে সিনিয়র ক্লার্ক হিসাবে পদোন্নতি দেওয়া

হয়েছিল পে বিক্রয় টাকা গ্রেড পে সহ ৫২০০-২০,২০০ টাকা

৯. এটি পিটিশনারের মামলা যে তিনি ১ম এসিপির জন্য যোগ্য ছিলেন ১০.০৩.২০০২ তারিখে বেতন স্কেলে আপগ্রেডেশন ৪৫০০-৭০০০ (৫ম বেতন কমিশন) এবং পরবর্তী সমস্ত আর্থিক আপগ্রেডেশন ৬ষ্ঠ বেতন কমিশন অনুযায়ী। আরেকটি অভিযোগ উত্থাপিত পিটিশনারের পক্ষ থেকে বলা হয়, ৬ষ্ঠ সিপিসি বাস্তবায়নের পর তিনি বেতন স্কেলে বকেয়ার ৪০% টাকা দেওয়া হয়েছে। ৪৫০০-৭০০০এবং বাকি ৬০% মুলতুবি এবং এখনও মুক্তি দেওয়া হবে। যাতে তার অভিযোগগুলি বায়ুচলাচল করতে, পিটিশনকারী বিভিন্ন প্রতিনিধিত্ব দায়ের করেন উত্তরদাতাদের সামনে এবং ও এ নং ২০১০/২০১০ এর সাথে ফাইল করেছে নিম্নলিখিত প্রার্থনা:

"(ক) উত্তরদাতাদের সুবিধা মঞ্জুর করার নির্দেশ দিয়ে একটি আদেশ জারি করুন৷

আবেদনকারীর পক্ষে দুটি ইনক্রিমেন্ট এবং পুনরায় সংশোধন করার জন্য স্কেলে বেতন ৪৫০০-৭০০০ টাকা এবং বকেয়া পরিশোধ করতে। (খ)উত্তরদাতাদের ৬০% মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে একটি আদেশ জারি বেতন নির্ধারণের পরে ৬ তম বেতন কমিশনের বকেয়া প্রতি বেতন স্কেলের ভিত্তিতে ৪৫০০-৭০০০" টাকা ।

১০. এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে এরই মধ্যে মডিফাইড নিশ্চিত কেরিয়ার প্রগ্রেশন স্কিম (এম এ সি পি) চালু করা হয়েছিল তারিখের পর থেকে কার্যকর ০১.০৯.২০০৮ একই অনুসারে, স্থবির কর্মচারীরা প্রাপ্য

তাদের প্রাথমিকের ১০ তম বছরে প্রথম আর্থিক আপগ্রেডেশন অ্যাপয়েন্টমেন্ট যেহেতু পিটিশনার তার প্রারম্ভিক থেকে স্থবির ছিল কোনো পদোন্নতি ছাড়া অ্যাপয়েন্টমেন্ট/এসিপি সুবিধা, তারিখের আদেশের মাধ্যমে ১৮.০৩.২০১১, তাকে ১ম এম এ সি পি সুবিধা সহ বাড়ানো হয়েছে ০১.০৯.২০০৮ সাল থেকে আর্থিক উন্নীতকরণ এবং তার বেতন স্কেল ছিল আপগ্রেড ৫২০০-২০,২০০ টাকা গ্রেড পে সহ ২০০০/- টাকা ০১.০৯.২০০৮ তারিখের পর থেকে কার্যকর।

১১.এটি পিটিশনারের মামলা যে তিনি ১ম এর জন্য এনটাইটেল ছিলেন ১০.০৩.২০০২ থেকে এ সি পি স্কিমের অধীনে আর্থিক উন্নতি এবং এম এ সি পি স্কিমের অধীনে ১ম আর্থিক আপগ্রেডেশনের জন্য যোগ্য নয় ০১.০৯.২০০৮ তারিখের পর থেকে কার্যকর তাই, প্রাথমিক ও এ নং-এর পেন্ডেন্সির সময় ২০১০/২০১০, পিটিশনকারী অন্য একটি মূল আবেদন দাখিল করেছেন ও এ নিম্নলিখিত প্রার্থনা সহ নং ৩৩৬/২০১১:

"(ক) ঘোষণা যে অফিস আদেশ তারিখ ১৮.০৩.২০১১ দ্বারা জারি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ডব্লিউ), খড়্গপুরে বাস্তবায়িত হতে পারে না আইনের চোখ এবং তাই এটি বাতিল করা হবে"

১২. এই প্রক্রিয়ার মুলতুবি থাকাকালীন, আদেশের তারিখ ২৫.০৪.২০১২, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল বিবাদীদের দাখিল করার নির্দেশ দিয়েছেন এসিপি প্রদান এবং বকেয়া পরিশোধ সংক্রান্ত অবস্থা। একই হাইলাইট করে একটি সম্পূরক হলফনামা আকারে উত্তর দেওয়া হয়েছিল

নিম্নলিখিত পয়েন্ট:

"(ক) যে অনুযায়ী আবেদনকারীর বেতন ইতিমধ্যেই মঞ্জুর করা হয়েছে৷ বিভাগীয় আদেশ নম্বর ১০.০৩.২০০২ থেকে এসিপি নিয়ম ১৫৩/২০১২ তারিখ ১৬.০৩.২০১২। (তারিখের আদেশের জেরক্স কপি ১৬.০৩.২০১২ এখানে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং এম-২ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে) (খ) মামলাটি তারিখের চিঠির মাধ্যমে ডিএসসি/কেজিপিতে পাঠানো হয়েছে ১২.০৫.২০১২ সময়ের জন্য যোগ্য পরিষেবার শংসাপত্রের জন্য ১০.০৩.১৯৯০ থেকে ২৯.০৮.২০০৫ পর্যন্ত। তদনুসারে, সিনিয়র ডিএসসি/কেজিপি ২২.০৬.২০১২ তারিখে যোগ্যতার সেবা প্রত্যয়িত হয়েছে। (গ) যোগ্য সেবার সার্টিফিকেশনের পর, আবেদনকারীর বেতন স্কেলে পুনরায় নিক্ষেপ করা হয়েছে. জিপির সাথে ৫২০০-২০,২০০ টাকা ২৪০০/- ০১.০১.২০০৬ থেকে এবং তার বেতনও সংশোধিত হয়েছে সিনিয়র ক্লার্ক তারিখের পর থেকে কার্যকর হিসাবে তার পদোন্নতি বিবেচনায় নেওয়ার পরে ১২.০৬.২০০৯ স্কেলে নিয়মিত ভিত্তিতে জি পি সহ ৫২০০-২০,২০০ টাকা ২৮০০/- টাকা এবং এটি সংশ্লিষ্টদের দ্বারা যাচাই করা হয়েছে ২৩.০৬.২০১২ তারিখে অ্যাকাউন্ট। (ফিক্সেশন শীটের জেরক্স কপি এর সাথে সংযুক্ত এবং এম-৩ হিসাবে চিহ্নিত)"

১৩. উল্লিখিত সম্পূরক হলফনামা বরাবর, উত্তরদাতারা নথিপত্র রেকর্ডে রাখা হয়েছে যাতে পিটিশনারের বেতন কেমন হয়

তাকে ১ম এ সি পি সুবিধা দেওয়ার পরে পুনরায় সংশোধন করা হয়েছে ১০.০৩.২০০২ তারিখের পর থেকে কার্যকর ।

১৪. বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল, উভয় পক্ষের শুনানির পর, সাধারণ বিরোধী রায়ের মাধ্যমে, এখানে পিটিশনারের দায়ের করা উভয় মূল আবেদন খারিজ করে দেয়। উল্লেখ্য, যদিও বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল উত্তরদাতাদের দ্বারা করা বেতন নির্ধারণকে বহাল রেখেছে, এটি উত্তরদাতাদের দ্বারা দায়ের করা সম্পূরক হলফনামার নোটিশ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। একই কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে, পিটিশনকারী বর্তমান রিট পিটিশনটিকে পছন্দ করেন।

আবেদনকারীর পক্ষে জমা

১৫. আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেন যে আবেদনকারী ১০.০৩.১৯৯০ তারিখে কনস্টেবল হিসাবে উত্তরদাতাদের চাকরিতে যোগদান করেন এবং তিনি এ সি পি-এর অধীনে ১ম আর্থিক উন্নতির অধিকারী ছিলেন ১০.০৩.২০০২ থেকে বেতন স্কেলে স্কিম ৪৫০০-৭০০০ টাকা। ক্রমানুসারে এই বিষয়টিকে প্রমাণ করার জন্য, পিটিশনারের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী নির্ভর করেছিলেন এল ডি এর রায়ের উপর ট্রাইব্যুনাল ০৫.০৫.২০০৯ তারিখে ও এ নং. ৮২০/২০০৫, শিরোনাম দীপক কুমার চ্যাটার্জি বনাম উ ও আই এবং এছাড়াও ২৭.১১.২০০৬ তারিখের অফিস আদেশ প্রধান কর্মচারী অফিস দ্বারা জারি করা হয়েছে অফিসার, কলকাতা। পিটিশনারের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী আরও জমা দেন যে আবেদনকারী তার বেতনের পুনর্নির্ধারণের অধিকারী বর্ধিত ১ ম এ সি পি ।

১৬. পিটিশনারের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী, সয়াল-জবাব চলাকালীন, আরও দাখিল করেছেন যে তিনি এম এ সি পি স্কিমের অধীনে ১ম আর্থিক আপগ্রেডেশনের অধিকারী নন এবং তাই ১৮.০৩.২০১১. তারিখের চিঠিটি যা ১ম এম এ সি পি স্কিমের সুবিধা ছিল বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল এর সামনে তাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়। ও এ নং ৩৩৬/২০১১-এ ।

১৭. এটি জন্য শিক্ষিত কৌঁসুলি জমা ছিল দরখাস্তকারী যে উত্তরদাতারা বকেয়া বকেয়া মাত্র ৪০% ছেড়ে দিয়েছেন ৬ষ্ঠ সিপিসি বাস্তবায়ন। ব্যালেন্স ৬০% এখনও মুলতুবি এবং এখনও বাকি আছে মুক্তি পাত্তয়া।

১৮.এই জমার পরিপ্রেক্ষিতে, বিজ্ঞ পরামর্শ জন্য প্রার্থনা অপ্রস্তুত রায় বাতিল করা এবং তার বেতন পুনর্নির্ধারণ সঠিক বেতন স্কেল।

<u>উত্তরদাতার পক্ষে জমা দেওয়া।</u>

১৯. উত্তরদাতাদের জন্য শেখা উকিল যে বেতন জমা পিটিশনারের স্কেল আইন অনুসারে সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছিল এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও উল্লেখ করেছেন যে সেখানে প্রাথমিকভাবে উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে কিছু ভুল ছিল এবং ১ম এসিপির সুবিধা তাকে বাড়ানো হয়নি। তবে ১৬.০৩.২০১২ তারিখের আদেশের মাধ্যমে উত্তরদাতারা উক্ত ভুল সংশোধন করেছেন এবং তাকে প্রথম আর্থিক আপগ্রেডেশনের সুবিধা প্রদান করেছে ১০.০৩.২০০২ তারিখের পর থেকে কার্যকর। উত্তরদাতাদের জন্য শেখা আইন স্পষ্টভাবে অস্বীকার যে আবেদনকারী টাকা বেতন স্কেলের সুবিধার

জন্য যোগ্য ছিল। ৪৫০০-৭০০০, ১০.০৩.২০০২ তারিখের পর থেকে কার্যকর তার ১ম এ সি পি আপগ্রেডেশন হিসাবে। শিখেছে কৌঁসুলি প্রমাণ করেছেন যে উত্তরদাতারা সঠিকভাবে ১ ম মঞ্জুর করেছেন। এসিপি স্কিমের অধীনে পিটিশনকারীকে আর্থিক আপগ্রেডেশন বেতন স্কেল ১৬.০৩.২০১২ তারিখের অর্ডারের মাধ্যমে ৩২০০- ৪৯০০ টাকা।

২০. উত্তরদাতার জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী আরও দাখিল করেন যে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীতদ অন্তর্বর্তী আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে। উত্তরদাতারা আবেদনকারীকে উচ্চতর বেতন স্কেল প্রদান করেছে এবং তাই পিটিশনকারীকে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করেছে। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও স্পষ্ট করেছেন যে সব বকেয়া হিসাবে ৬ তম বেতন কমিশন ইতিমধ্যেই আবেদনকারীকে প্রদান করা হয়েছে এবং তারিখ হিসাবে তার কিছুই বকেয়া নেই।

২১. এই দাখিলের সাথে, উত্তরদাতাদের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী বর্তমান রিট পিটিশন

খারিজ করার জন্য প্রার্থনা করেন।

<u>আইনি বিশ্লেষণ</u>

২২. এই আদালত উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক শুনানি করেন এবং বিজ্ঞ কৌঁসুলিদের সহায়তায় রেকর্ডগুলো পরীক্ষা করে দেখেন দলগুলোর জন্য।

২৩. বর্তমান ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি নির্ধারণ করা হবে তা হল (I) আবেদনকারী এ সি পি স্কিমের অধীনে তার ১ম আর্থিক উন্নতি হিসাবে ৪৫০০-৭০০০ টাকার বেতন স্কেলের জন্য যোগ্য কিনা (ii) আবেদনকারীর বেতন নির্ধারণ

করা হয়েছে কিনা উত্তরদাতা সঠিক ছিল ।

২৪. অপপ্রচারিত রায়ের পর্যবেক্ষণে, এটি প্রকাশ করে যে অসম্পূর্ণ রায়ে অনেক বাস্তবিক ভুল ছিল। তাই বর্তমান বিষয়টির সাথে জড়িত আইনগত সমস্যাগুলির বিজ্ঞাপন দেওয়ার আগে, এই আদালত বর্তমান মামলায় নিম্নলিখিত স্বীকার্য তথ্যগুলি নোট করা উপযুক্ত বলে মনে করেন।

(i) আবেদনকারীকে ১০.০৩.১৯৯০ তারিখে কনস্টেবল হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল বেতন স্কেল টাকা ৮২৫-১২০০ (৪র্থ বেতন কমিশন)

(ii) ০১.০১.১৯৯৬ থেকে ৫ম বেতন কমিশন কার্যকর করা হয়েছিল এবং আবেদনকারীর বেতন সংশ্লিষ্ট বেতন স্কেলে উন্নীত করা হয়েছে ৩০৫০-৪৫৯০ টাকা (৫ম বেতন কমিশন)।

(iii) ০৯.০৮.১৯৯৯ তারিখে এ সি পি স্কিম চালু করা হয়েছিল। আবেদনকারী এ সি পি এর অধীনে ১ম আর্থিক আপগ্রেডেশনের জন্য এনটাইটেল ছিল ১০.০৩.২০০২ থেকে স্কিম (১২ বছর নিয়মিত পরিষেবার পরে)।

(iv) যাইহোক, উত্তরদাতারা ভুলবশত তাকে সেই সময়ে এই সুবিধা দেয়নি।

(v) পরবর্তীকালে,২৪.০২.২০০৫ তারিখে, আবেদনকারীকে বেতন সুরক্ষা সহ জুনিয়র ক্লার্ক হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল।

(vi) মূলত ১১.০৭.২০০৫ তারিখের অফিস আদেশের মাধ্যমে, উত্তরদাতাদের নির্ধারণ করা হয়েছে জুনিয়র ক্লার্কের পদে আবেদনকারীর বেতন স্কেল বেতন স্কেল ৩২০০-৪৯০০ টাকা (অনুমানে যে ১ম এ সি পি আছে ইতিমধ্যে তাকে মঞ্জুর করা হয়েছে)। যাইহোক, পরে অফিস আদেশ ভিডি

তারিখ ২৯.০৮.২০০৫, পূর্ববর্তী অফিস আদেশ ১১.০৭.২০০৫ তারিখ ছিল আংশিকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে এবং তার বেতন ধার্য করা হয়েছে বেতন স্কেলে ৩০৫০-৪৫৯০ টাকা।

(vii) ০১.০১.২০০৬ থেকে ৬ তম বেতন কমিশন কার্যকর করা হয়েছিল এবং পিটিশনারের বেতাক জি পি ১৯০০ টাকা এর সাথে ৫২০০-২০,২০০ টাকার অনুরূপ স্কেলে আপগ্রেড করা হয়েছিল।

(viii) এম এ সি পি স্কিম চালু করা হয়েছিল ০১.০৯.২০০৮ থেকে। যেহেতু এসিপি নেই আবেদনকারী, উত্তরদাতাদের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে ১৮.০৩.২০১১ তারিখের চিঠির মাধ্যমে, ১ম আর্থিক সুবিধা মঞ্জুর করা হয়েছে পিটিশনারের সাথে এম এ সি পি স্কিমের অধীনে আপগ্রেডেশন ০১.০৯.২০০৮ তারিখের পর থেকে কার্যকর, এবং তার বেতন এর উন্নীত করা হয়েছে ৫২০০-২০,২০০ টাকা জিপি ২০০০ সহ।(ix) আবেদনকারীকে ১২.০৬.২০০৯ সাল থেকে সিনিয়র ক্লার্ক হিসাবে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল এবং তার বেতন বেতন স্কেলে জিপি ২৮০০ টাকা সহ ৪৫০০-৭০০০।

(x) আবেদনকারী বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল এর সামনে 2টি পৃথক মূল আবেদন দাখিল করেছেন। ভুল বেতন নির্ধারণ এবং এম এ সি পি স্কিমের অধীনে ১ম আর্থিক আপগ্রেডেশনের অনুদানকে চ্যালেঞ্জ করছে।

(xi) উল্লিখিত ও এ -এর মুলতুবি থাকাকালীন, উত্তরদাতা ১৬.০৩.২০১২ তারিখের আদেশ জারি করেছিলেন যাতে পিটিশনকারীকে ১০.০৩.২০০২ থেকে

এ সি পি স্কিমের অধীনে ১ম আর্থিক আপগ্রেডেশনের সুবিধা দেওয়া হয় এবং সেই অনুযায়ী তার বেতনও পুনর্নির্ধারণ করা হয়।

২৫. ০৯.০৮.১৯৯৯ থেকে প্রশমিত করার অভিপ্রায়ে প্রয়োগ করা হয়েছিল তীব্র স্থবিরতা কেন্দ্রীয় সরকার বেসামরিক আউট মেটেড কর্মচারীদের। এ সি পি স্কিম এর পরিবর্তে ২টি আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনা করে পদোন্নতি, অর্থাৎ,১২ বছর পর প্রথম আপগ্রেডেশন এবং দ্বিতীয়টি ২৪ বছরের নিয়মিত পরিষেবার পরে আপগ্রেডেশন। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে উপরে, এটি একটি স্বীকৃত অবস্থান যে আবেদনকারীর জন্য এনটাইটেল করা হয়েছ এ সি পি স্কিমের অধীনে ১ম আর্থিক আপগ্রেডেশনের সুবিধা ১০.০৩.২০০২ তারিখের পর থেকে কার্যকর। বিরোধ হল পিটিশনকারী কোন বেতন স্কেলের অধিকারী তার ১ম আর্থিক আপগ্রেডেশন হিসাবে ।

২৬. উল্লিখিত বিরোধের উত্তর এ সি পি স্কিমের মধ্যেই রয়েছে। এ সি পি স্কিমের ক্লজ ৭ অনুযায়ী (পরিশিষ্ট-I, এ সি পি স্কিমের অধীনে সুবিধা প্রদানের শর্তাবলী), এর অধীনে আর্থিক উন্নতি পদের ক্যাডার/বিভাগে বিদ্যমান শ্রেণিবিন্যাস অনুসারে পরবর্তী উচ্চতর গ্রেডে স্কিম দেওয়া হবে।

২৭. আবেদনকারী ৩০৫০-৪৫৯০ টাকা বেতনের স্কেল সহ কনস্টেবল হিসাবে

কাজ করছিলেন। বর্তমান মামলার নথি থেকে এটা স্পষ্ট যে 'কনস্টেবল' পদের জন্য ক্যাডারের পরবর্তী শ্রেণিবিন্যাস ছিল 'হেড কনস্টেবল' যার বেতন স্কেল ৩২০০-৪৯০০ টাকা। তাই এ সি পি স্কিমের দফা ৭ অনুযায়ী, একজন 'কনস্টেবল'-এর জন্য এ সি পি স্কিমের অধীনে ১ম আর্থিক উন্নতি হবে পরবর্তী

বিদ্যমান উচ্চস্তর ভিত্তিক পে স্কেলে, অর্থাৎ ৩২০০-৪৯০০ টাকা।

২৮. এটি পিটিশনারের দাখিল যে তিনি ৪৫০০-৭০০০ টাকার বেতন স্কেলের জন্য যোগ্য। এই বিষয়টিকে প্রমাণ করার জন্য, পিটিশনারের জন্য বিজ্ঞ কৌঁসুলি (i) তারিখের অফিস আদেশের উপর নির্ভর করেছিলেন ২৭.১১.২০০৬ চিফ পার্সোনেল অফিসার, কলকাতার অফিস দ্বারা জারি করা হয়েছে এবং (ii) বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের রায়। ০৫.০৫.২০০৯ তারিখে ও এ নং ৮২০/২০০৫ এ শিরোনাম দীপক কুমার চ্যাটার্জি বনাম উ ও আই।

২৯. পিটিশনারের জন্য বিজ্ঞ কৌঁসুলি দ্বারা এই নথিগুলির উপর নির্ভরশীলতা নিম্নলিখিত কারণগুলির কারণে ভুল ধারণা করা হয়েছে:

২৭.১১.২০০৬ তারিখের অফিস আদেশ

(i) উল্লিখিত অফিস আদেশটি প্রধান কর্মচারীর কার্যালয় দ্বারা জারি করা হয়েছিল আধিকারিক, কলকাতার মেডিক্যালে পুনঃনিয়োগের বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য নিম্ন গ্রেডে বিভক্ত কর্মী। স্বীকার্য, আবেদনকারী এ সি পি অনুযায়ী ১ম আর্থিক আপগ্রেডেশনের জন্য এনটাইটেলড ছিল ১০.০৩.২০০২ থেকে স্কিম। উল্লেখিত তারিখে তিনি ছিলেন না একটি জুনিয়র ক্লার্ক হিসাবে ডি-শ্রেণীভুক্ত। তার ডি-শ্রেণীকরণ ঘটেছে ৩ বছর পর, অর্থাৎ ২৪.০২.২০০৫ তারিখে। তাই হিসাবে ১০.০৩.২০০২, কোন ডি-শ্রেণীকরণ ছিল না এবং তাই অফিস আদেশ আবেদনকারীকে কোন সাহায্য করবে না।

(ii) উল্লিখিত অফিস আদেশ নিম্ন গ্রেডের চিকিৎসাগতভাবে শ্রেণিবদ্ধ কর্মীদের জন্য প্রযোজ্য। পিটিশনকারীকে কখনোই নিম্ন গ্রেডে শ্রেণীবিভাগ করা হয়নি।তিনি ৩০৫০-৪৫৯০ টাকা বেতন স্কেল সহ একজন কনস্টেবল ছিলেন এবং তার ডি-শ্রেণীকরণ ছিল জুনিয়র ক্লার্কের পদে ৩০৫০-৪৫৯০ টাকার একই বেতন স্কেল থাকা। বেতন স্কেল কমানো হয়নি।

(iii) পিটিশনকারী উদাহরণগুলির উপর উচ্চ নির্ভরতা স্থাপন করছেন উক্ত অফিস আদেশে উদ্‌ধৃত। উল্লিখিত অফিস আদেশ অনুযায়ী, বেতন স্কেল সহ ডি-শ্রেণীভুক্ত আর পি এফ হেড কনস্টেবল ৩২০০-৪৯০০ টাকা নিম্ন বেতন স্কেলে জুনিয়র ক্লার্ক হিসাবে শোষিত হয় টাকা ৩০৫০-৪৫৯০, তারপর তার অধীনে প্রথম আর্থিক আপগ্রেডেশন এ সি পি স্কিম হবে টাকা স্কেলে। ৪৫০০-৭০০০, যা মন্ত্রী ক্যাডারে পরবর্তী উচ্চতর গ্রেড। ডি-এর সময় শ্রেণীকরণ, আবেদনকারী হেড কনস্টেবল বা তিনি নন নিম্ন স্কেলে শোষিত হয়েছিল। তাই এই উদাহরণটিও নয় আবেদনকারীর জন্য প্রযোজ্য।

(iv) এই অফিস আদেশ নিজেই স্পষ্ট করে যে বর্তমান অনুযায়ী নির্দেশাবলী, অধীনে আর্থিক আপগ্রেডেশন সুবিধা এসিপি স্কিম বিদ্যমান অনুক্রমে দিতে হবে। এমন কি মেডিকেল ডি-শ্রেণীকরণের পরে, কর্মচারী পাবেন তার প্রাথমিক নিয়োগের রেফারেন্স সহ আর্থিক উন্নতি শ্রেণী।

<u>এল ডি -এর রায় ট্রাইব্যুনাল ০৫.০৫.২০০৯ তারিখে ও এ নং. ৮২০/২০০৫ শিরোনাম দীপক কুমার চ্যাটার্জি বনাম উ ও আই</u>

এই ক্ষেত্রে, আবেদনকারীরা হেড কনস্টেবল হিসাবে কর্মরত ছিলেন বেতন স্কেল ৩২০০-৪৯০০ টাকা । তারা ডাক্তারি ছিল জুনিয়র ক্লার্কের নিম্ন পদে বিভক্ত এবং শোষিত নিম্ন বেতন স্কেল ৩০৫০-৪৫৯০ টাকা ।

পরবর্তীকালে, তারা ছিল বেতন স্কেলে এ সি পি আপগ্রেডেশন দেওয়া হয়েছে ৪৫০০-৭০০০,টাকা যদিও পরে তা প্রত্যাহার করা হয়। এই বাস্তব পটভূমিতে, এল ডি . ২৭.১১.২০০৬ তারিখের অফিস আদেশ প্রয়োগ করার সময় ট্রাইব্যুনাল অনুষ্ঠিত হয় সেখানে আবেদনকারীরা বেতন স্কেলের জন্য প্রাপ্য ছিল ৪৫০০-৭০০০ টাকা হিসাবে তাদের পরিষেবাগুলিকে শ্রেণিবদ্ধ করার সময়, বেতন স্কেল হ্রাস করা হয়েছিল। বর্তমান মামলায় আবেদনকারী কেউই ছিলেন না ডি-এর সময় হেড কনস্টেবল বা তার বেতন কমানো হয়নি। শ্রেণীকরণ ।

অতএব, ২৭.১১.২০০৬ তারিখের অফিস আদেশ বা নয় বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল -এর রায়। আবেদনকারীর জন্য প্রযোজ্য।

৩০. এসিপি স্কিমের দফা ৭ এর পরিপ্রেক্ষিতে, এই আদালতটিতাক বিবেচিত দৃষ্টিভঙ্গি যে আবেদনকারী, একজন কনস্টেবল হওয়ার কারণে, এর জন্য যোগ্য ছিল বিদ্যমান শ্রেণীবদ্ধ বেতন স্কেলে ১ম আর্থিক আপগ্রেডেশন ৩২০০-৪৯০০/- টাকা

৩১. উপরে যেমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে, প্রাথমিক বেতন নির্ধারণ আবেদনকারী ভুল ছিল কারণ তাকে ১ম সুবিধা দেওয়া হয়নি এ সি পি স্কিমের অধীনে আর্থিক আপগ্রেডেশন। তবে, উত্তরদাতা এল ডি -এর আগে ও এ-এ র মুলতুবি থাকাকালীন এই ভুলটি সংশোধন করেছেন। ট্রাইব্যুনাল এবং রিফিক্সেশন ব্যাখ্যা করে একটি সম্পূরক হলফনামা দাখিল করেন। এখন, পরবর্তী প্রশ্নটি বিবেচনা করা যেতে পারে যে উল্লিখিত পুনর্নির্মাণ কিনা ২০১২ সালে উত্তরদাতা দ্বারা করা হয়েছে (যেমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে এল ডি এর সামনে সম্পূরক হলফনামা দাখিল। ট্রাইব্যুনাল) সঠিক ছিল বা না। ১ম আর্থিক উন্নতির সুবিধা মঞ্জুর করার পর আবেদনকারী ১৬.০৩.২০১২ তারিখের আদেশের মাধ্যমে, উত্তরদাতারা পুনরায় সংশোধন করেছেন নিম্নরূপ আবেদনকারীর বেতন: -

(i) আবেদনকারী কনস্টেবল পদে বেতন স্কেলে কর্মরত ছিলেন। ৩০৫০-৪৫৯০ ১০.০৩.১৯৯০ থেকে।

(ii)১৬.০৩.২০১২ তারিখের ভিডিয়ো অর্ডার, এ সি পি -এর অধীনে প্রথম আর্থিক আপগ্রেডেশন ১০.০৩.২০০২ তারিখে আবেদনকারীকে স্কিম মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং তার বেতন টাকা বেতন স্কেলে উন্নীত করা হয়েছিল। ৩২০০-৪৯০০, ১০.০৩.২০০২ তারিখের পর থেকে কার্যকর।

(iii) ২৪.০২.২০০৫, পিটিশনারকে চিকিৎসাগতভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল এবং শোষিত হয়েছিল ৩২০০-৪৯০০ টাকা বেতন স্কেল সহ জুনিয়র ক্লার্ক।

(iv) ৬ তম বেতন কমিশন বাস্তবায়নের উপর, পিটিশনারের বেতন অনুরূপ আপগ্রেড বেতন স্কেলে ৫২০০-২০,২০০ টাকা গ্রেড পে সহ ২৪০০/- টাকা।

(v)যেহেতু আবেদনকারী ইতিমধ্যেই প্রথম আর্থিক সুবিধা পেয়েছেন৷ এ সি পি স্কিমের অধীনে আপগ্রেডেশন, তিনি ১ম এর জন্য অধিকারী নন এম এ সি পি স্কিমের অধীনে আর্থিক আপগ্রেডেশন। তাই কোনো লাভ হচ্ছে না এম এ সি পি স্কিমের অধীনে পিটিশনারের কাছে প্রসারিত করা হবে।

(vi) ১২.০৬.২০০৯ তারিখের আদেশের মাধ্যমে আবেদনকারীকে সিনিয়র

ক্লার্ক হিসাবেপদোন্নতি দেওয়া হয়েতাক বেতন স্কেল ২৮০০ টাকা গ্রেড পে

সহ ৪৫০০-৭০০০।

৩২. আবেদনকারী কোন অসঙ্গতি নির্দেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে পূর্বোক্ত বেতন নির্ধারণ। এটা একটা রেকর্ডের বিষয় যে এর আগে উত্তরদাতারা ভুলবশত পিটিশনারের বেতন নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন তাকে এ সি পি স্কিমের অধীনে ১ম আপগ্রেডেশনের সুবিধা প্রদান করা। তবে সম্পূরক হলফনামায় যেমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল, বিবাদীরা আদেশের মাধ্যমে উক্ত ভুল সংশোধন করেন ১৬.০৩.২০১২ তারিখে এবং পিটিশনারের বেতন স্কেল পুনঃনির্ধারিত সেই অনুযায়ী এই আদালত উল্লিখিত সংশোধিত বেতনে কোন দুর্বলতা খুঁজে পায় না স্থিরকরণ ।

৩৩. উপরে এখানে বিস্তারিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, এই আদালতের

বিবেচিত দৃষ্টিভঙ্গি যে আবেদনকারী ১ম আর্থিক জন্য যোগ্য এসিপি স্কিমের

অধীনে আপগ্রেডেশন টাকা বেতন স্কেলে। ৩২০০-৪৯০০ দব্লু. ই. এফ ১০.০৩.২০০২ আরও, বেতন স্কেলের পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে উত্তরদাতারা ১৬.০৩.২০১২ তারিখের আদেশের মাধ্যমে (যেমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে এল বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল-এর সামনে সম্পূরক হলফনামা দাখিল। সঠিক এবং ইন আইন অনুযায়ী।

৩৪.বর্তমান রিট পিটিশন, তদনুসারে, সঙ্গে খারিজ করা হয় সমস্ত মুলতুবি অ্যাপ্লিকেশন সহ।

৩৫.খরচ হিসাবে কোন আদেশ হবে না।

৩৬. এই রায়ের জরুরী ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি যদি আবেদন করা হয়,

যত দ্রুত সম্ভব দলগুলিকে দেওয়া হবে, উপর সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্মতি।

(বিচারপতি গৌরাঙ্গ কাঁন্থ।)

(বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ।)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।